ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 147 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০৩ ● কলকাতা ● ২৫ কার্তিক, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১২ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভুটান সফরে মোদীর মুখে দিল্লি বিস্ফোরণের কথা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দু'দিনের ভুটান সফরে গিয়ে দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণ নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । বললেন, কাল সন্ধেবেলা যে বিস্ফোরণ হয়েছে, তার ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বের করা হবে। এর নেপথ্যে চক্রান্তকারী যারা রয়েছে তাদের কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।এই ঘটনায় UAPA আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধির খুন ও হত্যাচেষ্টার ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে যুক্ত রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এনআইএ ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।

দিল্লির লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে এসেছে পাকিস্তান

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 110

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তুমি অনুভব করবে তোমার ভিতরের খারাপ শক্তির স্পন্দন শুরু হয়ে গেছে এবং তোমার চিত্ত সশক্ত ও শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভূমিমাতাতে গুরুত্বাকর্ষণ শক্তি আছে। যখন আমরা প্রার্থনা দ্বারা ঐ গুরুত্বাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করি, তখন আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়।"

"ভূমিমাতা চিত্তশুদ্ধি করায় খুব সহায়ক হয়। যখন চিত্ত সশক্ত হয়ে যায়, তখন শরীরও সুস্থ হয়ে যায়। ভূমির গুরুত্বাকর্ষণ শক্তি চিত্ত ও শরীরে সন্তুলন আনার কাজ করে, যদি আমরা ঐ সন্তুলনের জন্য তৈরী হয়ে যাই। প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার স্বেচ্ছায় করা যেতে পারে। জবরদস্তি করে কাউকেই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করা যায় না।"

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কমিশনকে কাজ করতে দিন', SIR নিয়ে তৃণমূলের মামলায় স্পষ্ট বলল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কমিশনের পক্ষে সওয়াল সুপ্রিম কোর্টের। তৃণমূলের করা এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালত জানাল, কমিশনকে কাজ করতে দিতে হবে। এই মামলায় নোটিসও ইস্যু করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরী সহ যে সমস্ত রাজ্যে বর্তমানে এসআইআর চলছে, সেই রাজ্যগুলিকে এই নোটিস ইস্যু করেছে সুপ্রিম কোর্ট।বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন বিএলও-রা। তৃণমূল বারবার বলেছে, এসআইআর নিয়ে কোনও অসন্তোষ নেই, তবে পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি আছে। আর তা নিয়েই মামলা। তৃণমূলের মতে, বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এসআইআরে ভুল হচ্ছে। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা করেছেন তৃণমূলের দুই সাংসদ মালা রায় ও দোলা সেন। সেই মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে কপিল সিব্বল এদিন বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় এই সময় বৃষ্টি হয়, চাষ আবাদের বিষয় থাকে, ক্রিসমাস থাকে। তাই SIR-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক।" পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখ করে আইনজীবী আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো আরও খারাপ। গ্রামাঞ্চলে কোনও ৪জি নেই, ৫জি নেই, ইন্টারনেট ভাল নয়।" এ কথা শুনে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আপনারা এমন করে বলছেন যেন এদেশে কোনওদিন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হয়নি।" সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে, "নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। তাদের কাজ করতে দিন। ভুল ত্রুটি থাকলে জানান, কমিশন নিশ্চই সংশোধন করে নেবে।" সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছে, এসআইআর নিয়ে কোনও রাজ্যের হাইকোর্টে কোনও মামলা হলে সেই মামলায় যেন স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয় বা সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগামী ২৬ নভেম্বর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। বিগত এক সপ্তাহ ধরে এসআইআর চলছে বাংলায়।

ভুটানের থিম্পুতে এক সমাবেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভুটানের থিম্পুতে ছাঙলিমেথাং সেলিব্রেশন গ্রাউন্ডে এক সমাবেশে ভাষণ দেন। ভুটানের রাজা মহামান্য জিগমে খেসার নামগেয়াল ওয়াংচুক এবং চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক-কে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে সহ রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভুটানের রাজ

এরপর ৬ পাতায়

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ প্রথম জল সঞ্চয় জন ভাগিদারী পুরস্কার প্রদান করবেন

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর, ২০২৫

জল শক্তি মন্ত্রক আজ জল শক্তি অভিযান: ক্যাচ দ্য রেন প্রচারাভিযানের আওতায় জল সঞ্চয় জন ভাগিদারী কার্যক্রমে অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আগামী ১৮ নভেম্বর নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ষষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার ২০২৫ – এর সঙ্গে এই পুরস্কার তুলে দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জল শক্তির জন্য জনশক্তির ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গুজরাটের সুরাটে ২০২৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জল সঞ্চয় জন ভাগিদারী কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল।

সম্পূর্ণ সরকার ও সম্পূর্ণ সমাজ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই কর্মসূচিতে তৃণমূল স্তরে সুস্থিত জল সংরক্ষণের প্রয়াসে অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এর মূল চালিকাশক্তি ছিল – তিনটি 'সি'। কম্যুনিটি, সিএসআর এবং কস্ট। অর্থাৎ গোষ্ঠী, কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব এবং খরচ। দীর্ঘ মেয়াদে জল সুরক্ষা এবং জল সঙ্কটের মোকাবিলায় এতে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল গ্রহণ করা হয়।

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ভুটান সফরে মোদীর মুখে দিল্লি বিস্ফোরণের কথা

মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ -এর নাম। ১৩ জনের মৃত্যু ও অন্তত ২০ জনের আহত হওয়ার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে কাশ্মীরের চিকিৎসক উমর উন নবি, যিনি জইশ-সংঘের হরিয়ানার ফরিদাবাদ মডিউলের সদস্য বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

এদিন ভুটানের এক জনসভা থেকে মোদী বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে রয়েছে সরকার। আমাদের এজেন্সি ঘটনার গভীরে গিয়ে তদন্ত করবে। দিল্লির ঘটনায় আমরা সবাই ব্যথিত। পীড়িতদের কথা আমি বুঝতে পারছি। স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, সমস্ত দোষীদের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হবে।"

সূত্রের খবর, রবিবার তাঁর সহযোগী দুই চিকিৎসক - মুজাম্মিল শাকিল ও আদিল আহমেদ রাঠারকে গ্রেফতারের খবর জানার পরই ভয় পেয়ে উমর বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের আগে ওই মডিউলের আস্তানায় প্রায় ২ হাজার ৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে এনআইএ ও রাজ্য পুলিশ । সোমবার সন্ধেয় লালকেল্লার পাশে নেতাজি সুভাষ মার্গে বিস্ফোরিত হয় একটি সাদা গাড়ি, তাতে উমরই ছিলেন চালকের আসনে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গাড়িটিতে ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল , যা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত একধরনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক। এই রাসায়নিকের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হয় ভয়াবহ আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ। বিস্ফোরণের সময় গাড়িটি সিগন্যালের কাছে থেমেছিল বলে দেখা গেছে সিসিটিভি ফুটেজে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ২২টি গাড়িতে।

দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল সূত্রে জানা গেছে, গাড়িটি প্রথমে সালমান নামে এক ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত ছিল, পরে একাধিক হাত বদলের পর তা উমরের কাছে পৌঁছায়। উমরই ছিলেন গাড়ির শেষ ব্যবহারকারী ও চালক। বিস্ফোরণের পর তাঁর দেহাংশ শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

কে এই উমর? ১৯৮৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় জন্ম উমরের। আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। 'হোয়াইট কলার' সন্ত্রাস মডিউলের অন্যতম সদস্য তিনি।

পুলিশের জালে মাসুদের মহিলা গোষ্ঠীর প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঝে এক মাসের ব্যবধান। মহিলা ব্রিগেড খোলা হবে ঘোষণা করেছিল জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ। তবে ঘোষণাই সার নয় তাদের। ব্রিগেড খুলে ভারতে মহিলা বাহিনীর প্রধানও নিয়োগ করে ফেলেছে তারা। দিল্লির বিস্ফোরণ-কাণ্ড দেশজুড়ে সাড়া ফেলতেই সেই মহিলা প্রধানের হদিশ পেয়ে গিয়েছে পুলিশ। এতদিন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হেফাজতেই ছিল সেই জঙ্গি প্রধান।এই প্রশ্ন আপাতত ভাবাচ্ছে দিল্লি পুলিশকে। ফরিদাবাদ থেকে যে চিকিৎসক গ্রেফতার হয়েছে তার সঙ্গে যোগ রয়েছে পুলওয়ামার চিকিৎসক উমর নবির। সূত্রের খবর, দিল্লির ওই 'ঘাতক' গাড়িতে উমরই ছিল বলে মনে করছে পুলিশ। বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়েছে তার ছবি। তা হলে কি মুজাম্মিল গ্রেফতার হতেই আত্মঘাতী হামলার ছক কষেছিল উমর ও তার সহযোগীরা?কিন্তু পরিচয় প্রকাশ্যে এল অনেক পড়ে। ১৯ অক্টোবর, কাশ্মীরে নাশকতা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী সক্রিয় হয়েছে বলে খবর পায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এরপরই তদন্তে নামে তাঁরা। অভিযোগ, ওই দিনই শ্রীনগরে পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে দেওয়ালে-দেওয়ালে সাঁটানো হয়

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ প্রথম জল সঞ্চয় জন ভাগিদারী পুরস্কার প্রদান করবেন

এই প্রয়াসে রাজ্যগুলিকে ৫টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। প্রতিটি জেলাকে জল সঞ্চয়ের জন্য ন্যূনতম ১০ হাজার কৃত্রিম কাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে এই সংখ্যা ৩ হাজার। দেশের শহরগুলিতে জল সংরক্ষণের প্রয়াস আরও জোরদার করে তুলতে আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক জল শক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এর মাধ্যমে পুরসভাগুলিকে অন্ততপক্ষে ২ হাজারটি করে জল সংরক্ষণ কাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

এ বছর মোট ১০০টি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি শীর্ষ স্থানাধিকারী রাজ্য, ৬৭টি জেলা, ৬টি পুর নিগম, ১টি পুরসভা, ২টি অংশীদার মন্ত্রক/দপ্তর, ২টি শিল্প, ৩টি অসরকারি সংগঠন, ২ জন সমাজসেবী এবং ১৪ জন নোডাল অফিসার রয়েছেন।

শীর্ষ স্থানাধিকারী জেলাগুলিকে প্রথম বিভাগে ২ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় বিভাগের শীর্ষ স্থানাধিকারী জেলাগুলি পাবে ১ কোটি টাকা করে। তৃতীয় বিভাগের শীর্ষ স্থানাধিকারী জেলাগুলি ২৫ লক্ষ টাকা করে পাবে।

'অপরাধীরা খুঁজে বার করতে হবে', দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে কড়া বার্তা অমিত শাহের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লালকেল্লার গাড়ি বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে নড়েচড়ে বসল কেন্দ্র। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন— এই হামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, বিস্ফোরণ ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠক করেন অমিত শাহ। বৈঠকের পর এক্স-এ তিনি লেখেন, "দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। নির্দেশ দিয়েছি,

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে জইশ

দিল্লির লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে এই হামলা জঙ্গি হামলা কিনা সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু না জানানো হলেও তদন্তের গতিপথ সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যায় ওই মারণ হামলার নেপথ্যে রয়েছে মাসুদ আজাহারের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ।এদিকে ঘাতক গাড়ির সূত্র ধরে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২ জনকে। তদন্তে জানা যাচ্ছে, যে হুন্ডাই I-20 গাড়ি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয় সেটি ২০১৩ সালের মডেল। গুরুগ্রামের বাসিন্দা সলমনের নামে নিবন্ধিত ছিল। প্রায় দেড় বছর আগে গাড়িটি তিনি দিল্লির ওখলার বাসিন্দা দেবেন্দ্রকে বিক্রি করেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সলমন ও দেবেন্দ্র দু'জনকেই হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। পরে গাড়িটি অন্য কাউকে বিক্রি করা হয়েছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের আগে ঘাতক গাড়িটি প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল দিল্লির সুনহেরি মসজিদের সামনে।

দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে শতাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সোমবার সন্ধ্যায় বিস্ফোরণের আগে বিকেল ৪টের দিকে ঘাতক গাড়িটি প্রবেশ করে সুনহেরি মসজিদের পার্কিং লটে। সেখানে প্রায় ৩ ঘণ্টা ছিল গাড়িটি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন পার্কিং লট থেকের বেরনোর সময় গাড়িতে একজনই ছিল। সেই মেট্রো স্টেশনের সামনে অরযন্ত গাড়িটি চালিয়ে এনে বিস্ফোরণ ঘটায়। এক শীর্ষ তদন্তকারী আধিকারিক জানান, "গাড়িটি ছাত্তা রেল চকের দিকে যাচ্ছিল, তারপর লোয়ার সুভাষ মার্গে সেটি ইউ-টার্ন নেয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে গাড়িটি একটি সিগন্যালের কাছে এসে বিস্ফোরণের ঠিক আগে গতি কমায়।"

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন আধিকারিক বলেন, সম্ভবত গাড়ির পেছনের অংশ থেকে বিস্ফোরণটি ঘটেছে। এনএসজি এবং এফএসএল টিমের তদন্ত রিপোর্টে স্পষ্ট হবে এটি ঠিক কী ধরনের বিস্ফোরণ ছিল। তবে বিস্ফোরণস্থল ও যেভাবে দেহগুলি পুড়ে গিয়েছে তাতে অনুমান আইইডি বা ওই ধরনের কোনও বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। হামলার ধরন দেখে তদন্তকারীরা অনুমান করছেন এর নেপথ্যে জইশ-ই-মহম্মদের হাত রয়েছে। এভাবে গাড়ি বোমা ব্যবহার করে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ জইশের পরিচিত হামলার ছক।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

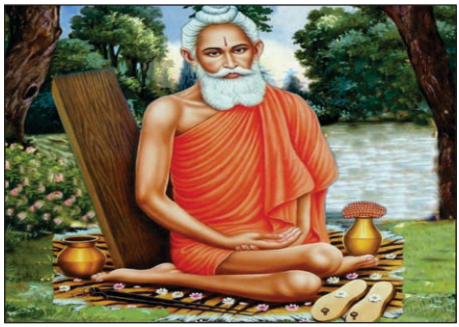

পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

পুলিশের জালে মাসুদের মহিলা গোষ্ঠীর প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পোস্টার। আর এই অভিযোগে চিকিৎসক আদিল আহমেদ র‍্যাদারকে গ্রেফতার করে কাশ্মীর পুলিশ। হেফাজতে নিয়ে শুরু হয় জেরা।

আদিলের সূত্র ধরে আরেক চিকিৎসকের খোঁজ পায় কাশ্মীর পুলিশ। নাম মুজাম্মিল আহমেদ। পুলওয়ামার বাসিন্দা মুজাম্মিল থাকত হরিয়ানার ফরিদাবাদে। সেখানে একটি হাসপাতালে কর্মরত ছিল সে।

অভিযোগ, তাঁর সাহায্যেই ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক এবং অস্ত্রশস্ত্র কাশ্মীর থেকে এনেছিল আদিল। সোমবার ফরিদাবাদের যে বাড়ি থেকে এই বিরাট পরিমাণ বিস্ফোরক বা আরডিএক্সের মশলা পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই ভাড়া থাকত মুজাম্মিল। তবে সে একা নয়, মুজাম্মিলের পাশাপাশি আরও এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নাম শাহিন শাহিদ। এই শাহিন শাহিদ কিন্তু সাধারণ কোনও চিকিৎসক নয়।

সূত্রের খবর, এই শাহিন জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা ব্রিগেড 'জামাত-উল-মোমিনাত'-এর ভারতীয় শাখার প্রধান। বলে রাখা প্রয়োজন, জইশদের মহিলা ব্রিগেডের একেবারে মাথায় বসে রয়েছে জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের বোন। সুতরাং শাহিনের যে ওই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এই তত্ত্ব উড়িয়ে দিতে পারছে না পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবীর ডান পা এক নগ্ন পুরুষের দেহের উপর (দেহটা মৃত কি না বোঝা যায় না)। এখানে চামুণ্ডার আসনে শবের সংযোজন; পরবর্তীকালে যা শিবে উত্তরিত হয়। আর-এক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য এখানে দেবী মন্দির মধ্যে নৃত্যরতা; শুষ্ক দেহ, গর্তে ঢোকা পেট, গলায় মুণ্ডমালা। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(পঞ্চম পর্ব)

আধুনিক জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে, মেলার স্পন্দন প্রতিটি দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২০২১ এবং ২০২২ সালে ই-স্নান এবং ই-পূজার মতো স্কিমগুলি চালু করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৩ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর থেকে সর্বোচ্চ মানব সমাবেশের সাক্ষী।

গঙ্গাসাগরের পৌরাণিক কাহিনী মূলত কথা বলে, জীবন ও মৃত্যুর বৃত্ত এবং মোক্ষ সম্পর্কে আর এই ভক্তির মুখ্য কেন্দ্রস্থল হল কপিল মুনির মন্দির। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, কপিল মুনির পিতা ছিলেন মহর্ষি কর্দম মুনি এবং মাতা ছিলেন পৃথিবী শাসক স্বয়ম্ভব মনুর কন্যা দেবহূতি। কর্দম মুনি তাঁর পিতা ভগবান ব্রহ্মার আদেশ অনুযায়ী কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁর সামনে আবির্ভূত হন এবং কর্দম মুনিকে স্বয়ম্ভব মনুর কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করতে বলেন এবং ভবিষ্যতবাণী করেন, কর্দম মুনি ও দেবহূতির ৯টি কন্যা হবে এবং সময়ের সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিকে জীবিত সত্ত্বা দিয়ে পূর্ণ করবে। এছাড়াও ভগবান বিষ্ণু জানান, তিনি নিজে অবতার রূপে কর্দম মুনি ও দেবহূতির সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে সাংখ্য দর্শন প্রদান করবেন। কপিল মুনি প্রথম জীবনে বেদের অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সাংখ্য দর্শনকে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ করেন।

গঙ্গাসাগরের কিংবদন্তী শুরু হয় রামায়ণের রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা সগরের উপাখ্যান দিয়ে। ইক্ষাকু বংশের রাজা সগর ঋষি ঔর্বের নির্দেশে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কথিত ছিল, কেউ যদি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে তাহলে সে সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য অর্জন করতে পারবে। একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র তার আগে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। সাগরের শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প শুনে ইন্দ্র আশঙ্কিত হয়ে পড়েন সাগর সফল হলে তিনি মর্যাদা হারাবেন। ভীত ইন্দ্র, সাগরের যজ্ঞের অশ্ব কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন।

যজ্ঞের অশ্ব খুঁজে না পেয়ে ক্রুদ্ধ সাগর, তার ৬০,০০০ পুত্রকে নিখোঁজ ঘোড়াটির সন্ধানে পাঠান। পথে সবকিছু ধ্বংস করতে করতে সাগরপুত্ররা পৌঁছন কপিল মুনির আশ্রমে। ধ্যানরত কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে সাগরপুত্ররা অশ্বটি খুঁজে পেয়ে কপিল মুনির ধ্যানভঙ্গ করে এবং তাঁকে অপমান করে। ক্রুদ্ধ কপিল মুনি চোখ খুলে সাগরের ৬০,০০০ পুত্রকে ভস্ম করে তাদের আত্মা নরকে পাঠিয়ে দেন। বহু বছর পর, সাগরের বংশধর অংশুমান কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে যজ্ঞের অশ্বটিকে খুঁজে পান। অংশুমান কপিল মুনিকে তুষ্ট করবার জন্য তপস্যা করেন। অংশুমানের তপস্যায় তুষ্ট কপিল মুনি অশ্বটিকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। কপিল মুনির কাছ থেকে অংশুমান জানতে পারেন,গঙ্গার পবিত্র জলে শ্রাদ্ধকর্মাদি করলে তবেই সাগরপুত্রদের আত্মা মুক্তি পাবে। কিন্তু অংশুমান বা তার পুত্র দিলীপ কেউই গঙ্গাকে মর্তে আনতে অসমর্থ হন। দিলীপের

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(২ পাতার পর)

ভুটানের থিম্পুতে এক সমাবেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

পরিবার এবং যাঁরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে আজকের দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-ভুটানের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লি বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "আজ আমি খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে এসেছি। গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লির ভয়াবহ ঘটনা আমাদের সকলকে ব্যথিত করেছে। কাল সারারাত ধরে আমি সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তদন্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাবে। যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। একজনকেও রেয়াত করা হবে না।"

শ্রী মোদী বলেন, ভারত "বসুধৈব কুটুম্বকম", অর্থাৎ এক পরিবারের আদর্শে বিশ্বাসী। ভুটানে বিশ্বশান্তি প্রার্থনা উৎসবে ভারতের যোগদানের কথা জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, গোটা বিশ্বের সাধু-সন্তরা বিশ্বশান্তির জন্য এখানে একত্রিত হয়েছেন এবং এই প্রার্থনায় সঙ্গী হয়েছেন ১৪০ কোটি ভারতীয়ও।

ভুটানের চতুর্থ রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর জীবনকে জ্ঞান, সারল্য, সাহস ও নিঃস্বার্থ সেবার সঙ্গম হিসেবে বর্ণনা করেন। শ্রী মোদী বলেন, মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি শাসনভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং অপত্য স্নেহ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তার ৩৪ বছরের শাসনে ভুটান তার ঐতিহ্য রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সীমান্ত এলাকায় শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছেন বলেও মন্তব্য করেন শ্রী মোদী।

ভারত ও ভুটানের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধনকে মজবুত করার ক্ষেত্রে চতুর্থ রাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি দুই দেশের এই বন্ধনকে সযত্নে লালন-পালন করে চলেছেন। শ্রী মোদী বলেন, "ভারত ও ভুটান শুধুমাত্র সীমান্তের মাধ্যমে যুক্ত নয়, দুই দেশের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধনও রয়েছে। মূল্যবোধ, ভালোবাসা, শান্তি ও অগ্রগতি আমাদের বন্ধুত্বের মূল মন্ত্র।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কঠিন সময়ে দুই দেশ পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়েছে, মিলিতভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে এবং এখন একসঙ্গে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, চতুর্থ রাজা ভুটানকে এবং দুই দেশের আস্থা ও বিশ্বাসকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। ভারত-ভুটান জলবিদ্যুৎ সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলা রাজার জন্যই সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। বিশ্বের প্রথম কার্বন-ঋণাত্মক দেশ হিসেবে ভুটানের স্বীকৃতিকে এক অনন্যসাধারণ সাফল্য আখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী। ভুটানের বিদ্যুতের চাহিদার ১০০ শতাংশই অচিরাচরিত শক্তি থেকেই উৎপাদিত হয়। আজ আরও ১০০০ মেগাওয়াটের বেশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যেই ভারত-ভুটান সম্পর্ক আবদ্ধ নেই, সৌরশক্তির ক্ষেত্রেও দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভুটানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত গত বছর ১০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। রাস্তা, কৃষি, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং ভুটানের মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে উঠছে। শিক্ষা, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্রীড়া, মহাকাশ ও সাংস্কৃতিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র দুই দেশের তরুণদের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজগীরে সম্প্রতি চালু হওয়া ভুটানের মন্দিরের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, দেশের অন্যান্য অংশ এই ধরনের মন্দির তৈরি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বারাণসীতে এই ধরনের মন্দির তৈরির জন্য সরকার জমি দিয়ে সহায়তা করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এইসব মন্দিরকে ভারত ও ভুটনের মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধনকে মজবুত করার হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং পারস্পরিক অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখতে দুই দেশ একযোগে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

(৩ পাতার পর)

'অপরাধীরা খুঁজে বার করতে হবে', দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে কড়া বার্তা অমিত শাহের

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হোক। দোষীরা কেউই ছাড় পাবে না। এজেন্সিগুলি কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে।"

সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে একটি হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১৩ জনের। বহু মানুষ আহত হন। ঠিক কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তভার ইতিমধ্যেই জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA)-র হাতে গিয়েছে।

এই ঘটনার সূত্র ধরে কাশ্মীরে নড়েচড়ে বসেছে নিরাপত্তা বাহিনীও। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ একাধিক জায়গায় রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ছ'জনকে আটক করেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পুলওয়ামার বাসিন্দা এক চিকিৎসক, ডা: উমর উন নবি-র তিন আত্মীয়ও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উমর উন নবি-ই সেই i20 গাড়ির মালিক, যেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি ফারিদাবাদে ধৃত এক জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেই মডিউল থেকেই উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক। তদন্তকারীদের দাবি, উমর উন নবি এখনও নিখোঁজ, এবং তিনি এই বিস্ফোরণ-কাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

তদন্তকারীদের মতে, লালকেল্লার মতো ঐতিহাসিক স্থানের কাছে এই বিস্ফোরণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা ঘটনার পিছনে বৃহত্তর জঙ্গি চক্রান্ত রয়েছে বলেই আশঙ্কা।

দিল্লির বিস্ফোরণের দিনই ফরিদাবাদের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ, প্রায় ২,৯০০ কেজি আইইডি তৈরির রাসায়নিক পদার্থ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থার যৌথ অভিযানে ধরা পড়ে জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ যুক্ত মডিউলের এক চিকিৎসক, মুজাম্মিল শাকিল। সূত্রের দাবি, তার গ্রেফতারের খবর পাওয়ার পরই আতঙ্কে উমর এই হামলার পরিকল্পনা কার্যকর করেন।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছিল 'অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল' বা 'এএনএফও'— যা সাধারণত শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা এটি ব্যবহার করে থাকে শক্তিশালী বিস্ফোরক হিসেবেও।

সিনেমার খবর

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর গুজবে মুখ খুললেন স্ত্রী ও কন্যা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়। ভেন্টিলেশনে থাকার খবর এবং মৃত্যুর ভুয়া গুজব বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এসব গুজবের পর অবশেষে মুখ খুলেছেন ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী হেমা মালিনী ও মেয়ে এষা দেওল। তারা এসব খবরকে 'ভিত্তিহীন' এবং 'ক্ষমাহীন' বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গুঞ্জন যখন চরমে পৌঁছেছে, তখন পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন ধর্মেন্দ্রকন্যা এষা দেওল। তিনি নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি বিবৃতিতে স্পষ্ট করে জানান, তার বাবার অবস্থা স্থিতিশীল।

বিবৃতিতে অভিনেত্রী লেখেন, 'ভুয়া খবর ছড়ানো হচ্ছে। আমার বাবার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সবাইকে অনুরোধ করছি আমাদের পরিবারের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। বাবার দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা নিয়ে ছড়ানো এই ভুয়া খবরে আরও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার স্ত্রী জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ হেমা মালিনী। তিনি আরেক পোস্টে কঠোর ভাষায় এর নিন্দা জানিয়েছেন।

হেমা লিখেছেন, 'যা ঘটছে তা ক্ষমার অযোগ্য। কীভাবে সত্যিটা না জেনে এই ধরনের ভুয়া সংবাদ ছড়ানো হতে পারে, আমার কোনো ধারণা নেই। যেখানে অভিনেতা চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। দয়া করে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানান।'

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বলিউডের 'হি-ম্যান' হিসেবে পরিচিত এই অভিনেতা বর্তমানে সুস্থ আছেন এবং চিকিৎসার প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দিচ্ছেন। পাশাপাশি গুজবে কান না দিতে এবং পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

হাসপাতাল ছাড়লেন ক্যাটরিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের ঘরে এসেছে নতুন অতিথি। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা। সপ্তাহজুড়ে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভেসেছেন এই তারকা দম্পতি। অবশেষে সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেত্রী।

সেই গাড়িতে করেই সদ্যোজাতকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা যায় ভিকি-ক্যাটরিনাকে।

এদিকে আগাম খবর পেয়ে সদ্যোজাতকে একঝলক দেখার আশায় হাসপাতালের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন উৎসুক অনুরাগীরা। তবে জড়ো হওয়াই সার! কালো কাচের মহিমায় সদ্যোজাত তো দূরঅস্ত ভিকি-ক্যাটরিনার মুখ পর্যন্ত দেখার সুযোগ পেলেন না তারা। সেই ক্যামেরাবন্দি মুহূর্তও ইতিমধ্যে ভাইরাল নেটভুবনে।

ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সদ্যোজাতকে নিয়ে জুহুর সমুদ্রমুখী বাংলোর উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তারকাদম্পতি। যেখানে সুখের সংসার সাজিয়েছেন ভিকি-ক্যাটরিনা।

শুক্রবার সকাল ৮টা ২৩ মিনিটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা কাইফ। জ্যোতিষ মতে, রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়া এই শিশুর ভাগ্যও নাকি উজ্জ্বল হতে পারে ভবিষ্যতে।

এর আগে 'ওম' মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রেগন্যান্সির খবর জানিয়েছিলেন ক্যাটরিনা। সন্তানের জন্মের সুখবর জানাতেও ভিকি-ক্যাটরিনা সেই 'ওম' মন্ত্রই স্মরণ করেন। বলিউডজুড়ে আলোচনায় এসেছে ভিকি কৌশলের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও শিবভক্তির প্রসঙ্গ।

রাজনীতিতে নামার প্রসঙ্গে যা বললেন ইমন চক্রবর্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীকে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীপূজাতেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। ফলে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন—তাহলে কি এবার রাজনীতিতে নামছেন ইমন? এই জল্পনার জবাব দিয়েছেন গায়িকা নিজেই। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা জোট-জল্পনা চলছে, তখনই এক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইমন বলেন, 'দিদির বাড়িতে আমি কালীপূজার দিন গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের যেভাবে যত্ন করেছেন, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমি, কাকু আর আমার স্বামী—আমরা তিনজনে গিয়েছিলাম। দিদি নিজে হাতে আমাদের খাবার পরিবেশন করেছেন, দুটি শাড়ি উপহার দিয়েছেন এবং তার ঘরও ঘুরে দেখিয়েছেন।'

তবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন তিনি। ইমন বলেন, 'এর মানে এই নয় যে, দিদি আমাকে ভোটে দাঁড়াতে বলবেন। দিদি আমার গান ভালোবাসেন, আমার মনে হয় তিনি আমার একজন শ্রোতা মাত্র—অন্য সবার মতোই। যদি ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব আসে, তখন ভাবব। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি।'

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ট্রেন্ডে অংশ নিয়েছেন ইমন, যেখানে শিল্পীরা নিজেদের সাম্প্রতিক কাজের প্রশংসা জানিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে পোস্ট করছেন। ইমনও ইনস্টাগ্রামে এমনই একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন, যেখানে লেখা ছিল, 'আমাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। স্টেজে পাওয়ার-প্যাকড মুহূর্তে মানুষ উচ্ছ্বসিত। হয়তো অল্প সময়েই আমরা অনেক সুন্দর গান উপহার দিতে পেরেছি।'

সব মিলিয়ে ইমন চক্রবর্তী যেমন সংগীতে ব্যস্ত সময় পার করছেন, তেমনি আলোচনায় রয়েছেন সম্ভাব্য রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়েও। তবে তার ভাষায়—'এখন আমার একমাত্র মনোযোগ গানেই।'

দ্বিতীয় বিয়ের খবর জানালেন রশিদ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রশিদ খানের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে আলোচনাটা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরে। অবশেষে আফগান এই লেগস্পিনার খবরটা জানিয়েই দিয়েছেন। তিন মাস পর সামাজিকমাধ্যমে নিজের দ্বিতীয় বিয়ের কথা প্রকাশ করেছেন রশিদ খান।

এ বছরের ২ আগস্ট দ্বিতীয় বিয়ে করলেও সেটা গতকাল রাতে রশিদ খান জানিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে বরের বেশে একটি ছবি পোস্ট করেছেন।

আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিখেছেন, '২০২৫-এর ২ আগস্ট জীবনের নতুন ও অর্থবহ এক অধ্যায় শুরু করলাম। আমি আমার বিয়ে সারলাম। এমন এক নারীকে বিয়ে করেছি, যিনি ভালোবাসা ও শান্তিতে জীবন ভরে তুলতে পারেন। এমন জীবনসঙ্গী খুঁজে আসছিলাম অনেক দিন ধরেই।'

নেদারল্যান্ডসে কদিন আগে এক নারীর সঙ্গে রশিদ খানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। সেই ছবি নিয়ে নেটিজেনরা যে মন্তব্য করেছিলেন, সেটা খুব লেগেছে রশিদের কাছে।

ইনস্টাগ্রামে গত রাতে আফগান লেগস্পিনার লিখেছেন, 'কদিন আগে আমার স্ত্রীকে নিয়ে একটি চ্যারিটি ইভেন্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষজনের কাছ থেকে যে ধারণা পেলাম, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি কথা হচ্ছে সে আমার স্ত্রী। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। সবাইকে ধন্যবাদ।'

আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক অবশ্য তার স্ত্রীর ছবি পোস্ট করেননি।'

কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে গত বছরের অক্টোবরে ধুমধাম করে হয়েছিল রশিদ খানের বিয়ের অনুষ্ঠান। সেবার তিনি একা নন। তাঁর তিন ভাইও বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। মোহাম্মদ নবি, মুজিব উর রহমান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নাজিবউল্লাহ জাদরান, রহমত শাহ, ফজলহক ফারুকিসহ রশিদের অনেক সতীর্থ তখন উপস্থিত ছিলেন কাবুলের সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে।

রশিদ খান সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন এ বছরের ৩১ অক্টোবর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছিল আফগানিস্তান। ঠিক তার আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলেছিল আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের ওপর নিয়েছিল আফগানরা।

লিভারপুলকে পাত্তাই দিল না ম্যানচেস্টার সিটি

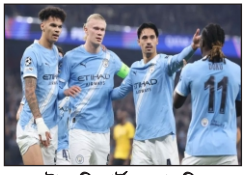

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেপ গার্দিওলার কোচিং ক্যারিয়ারের এক হাজারতম ম্যাচ ছিল এটি। তাও আবার আরেক শক্তিশালী ইংলিশ জায়ান্ট লিভারপুলের বিপক্ষে। ম্যাচটা তাই তার জন্য বিশেষ, একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রিমিয়ার লিগের বিশেষ এই ম্যাচে গার্দিওলার শিষ্যরা তাকে এনে দিল দারুণ এক উপহার।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শক্তিশালী লিভারপুলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে মানচেস্টার সিটি। এই জয়ের মাধ্যমে ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে সিটি। টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে তারা এখন ৪ পয়েন্ট পিছিয়ে। অন্যদিকে সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্টের সঙ্গে টেবিলের অষ্টম অবস্থানে আছে লিভারপুল।

এদিন ম্যাচের শুরুতে ত্রয়োদশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেন আর্লিং হলান্ড। লিভারপুলের গোলকিপার জর্জি মামারদাশভিলি তার শট রুখে দেন। তবে ২৯ মিনিটে মাতেউস নুনেসের ক্রসে হেডে গোল করে পেনাল্টির হতাশা ভুলিয়ে দেন হলান্ড। চলতি মৌসুমে লিগে নিজের ১৪তম গোলটি করে তিনি।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দূরপাল্লার শটে সিটির ব্যবধান ২-০ করে দেন নিকো গনসালেস। বিরতির পর অনেক চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি লিভারপুল। ৬৩ মিনিটে জেরেমি দলের হয়ে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ঘরের মাঠে ৩-০ গোলের দারুণ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার সিটি।

নাসিমের বাড়িতে হামলার ঘটনায় পাঁচ সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানের জাতীয় দলের পেসার নাসিম শাহের বাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় পাঁচজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার জানায়, ঘটনাটি ঘটে সোমবার (১০ নভেম্বর) ভোরে খাইবার পাখতুনখোয়ার লোয়ার দির জেলার মায়ার এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা নাসিমের বাড়ির মূল গেট ও জানালায় গুলি চালায়, পাশাপাশি বাইরে পার্ক করা একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হননি।

ঘটনাটি ঘটার সময় নাসিম ছিলেন রাওয়ালপিন্ডিতে। সেখানে বর্তমানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে নিজ দলের সঙ্গে আছেন তিনি।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অজ্ঞাত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, ঘটনাটি সন্ত্রাসী হামলা নয়। বরং এটি কোনো ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ বা স্থানীয় শত্রুতার ফল হতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে নাসিমের পরিবারের কেউ এই ঘটনায় হতাহত হননি। তিনি বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতেই আছেন যেখানে আজ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ হবে যথাক্রমে ১৩ ও ১৫ নভেম্বর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR